প্লেটো কর্তৃক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই জ্ঞান -এই মতবাদের খণ্ডন

শিবেন কুমার সরকার

Course Materials for Sem-I (Major/DS Course)
Code: PHIL0111
Course Title-Outlines of Philosophy: Indian and Western-I
*****

প্রাচীন গ্রীক দর্শনে প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জ্ঞান সম্পর্কে মতবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে *Theaetetus* (থিয়েটিটাস)-গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'জ্ঞান কি' একথা বলার আগে 'জ্ঞান কি নয়' একথা আলোচনা করেছেন। জ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করে প্লেটো তাঁর নিজের জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন।এপ্রসঙ্গে তিনি Protagoras বা Sophist-দের sense perception is knowledge. এর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখিয়েছেনঃ

১। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সত্য হলে প্রত্যেক মানুষের কাছে যা সত্যি বলে মনে হয় তা তাকে সত্য বলে মানতে হয়। যেমন, যদি কোন ব্যক্তির মনে হয় যে সে আগামী বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে তবে Protagoras এর মতে তবে তাকে সত্য বলে মানতে হবে। কিন্তু দেখা গেল যে একবছর পরে ব্যক্তিটি একজন নামী আসামীতে পরিণত হয়েছেন।এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা সত্য বলে মনে হলে তা সত্য মনে হয়।

২। Sophist-দের জ্ঞান ইন্দ্রিয়প্রসূত একথা স্বীকার করলে জ্ঞান ব্যক্তিসাপেক্ষ হয়ে যায়। এর কোন সার্বিক বা বস্তুগত মানদণ্ড থাকে না। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আপেক্ষিক তাই তা সঠিক জ্ঞানের বিষয় নয়। প্রত্যক্ষের বস্তু পরিবর্তনশীল ও অনিত্য। কিন্তু সঠিক জ্ঞানের বিষয় হল নিত্য ও সার্বিক। জাতিগত সামান্য ধর্মই শুধু বস্তুগত।

৩। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে জ্ঞান বলে স্বীকার করলে পরস্পর বিরোধী অনেক মতের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন একই বস্তু কাছ থেকে বড় দূর থেকে ছোট মনে হয়। একই বস্তুকে বিভিন্ন রঙিন আলোকে বিভিন্ন রকম দেখায়। আবার অন্ধকারে বস্তুটি রঙহীন থাকে। এখন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে যেকোন একটি মতকে প্রাধান্য দিতে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলে কোনো মতকে প্রাধান্য দেওয়া চলে না। কারণ সব মতের গুরুত্ব সমান।

৪। প্রত্যক্ষবাদ স্বীকার করলে সকল শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, বাদানুবাদ, ইত্যাদি অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাহলে ছাত্রের প্রত্যক্ষ এবং শিক্ষকের প্রত্যক্ষের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এখন সব প্রত্যক্ষ যদি সমভাবে সমান হয় তবে তর্ক-বাদানুবাদ ইত্যাদি অর্থহীন হয়ে পড়বে।

৫। Protagoras–এর এই মতটি তাঁর নিজের মতেরই বিরোধিতা করে। কারণ Protagoras নিজেই স্বীকার করেন যে যা কোন ব্যক্তির কাছে সত্য বলে মনে হয় তাই সত্য। এখন কেউ যদি মনে করেন Protagoras-এর মতটি ভ্রান্ত তবে স্বয়ং Protagoras-ও মানতে বাধ্য হবেন যে তাঁর মত ভ্রান্ত।

৬। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ যে জ্ঞান নয় সে সম্পর্কে প্লেটোর মত প্রকাশ করতে গিয়ে W.T Stace বলেন- "Knowledge, therefore, cannot consist simply of sense-impressions,.... for even the simplest propositions contain more than sensation."

৭। আবার যদি প্রত্যক্ষ সত্য হয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যক্ষকারী সত্তা হিসাবে সকল বিষয়ের মানদণ্ড হবে। কিন্তু যেহেতু ইতর প্রাণিরাও প্রত্যক্ষকারী সেহেতু ক্ষুদ্রতম প্রাণীরাও মানুষের মত সকল বিষয়ের মানদণ্ড হবে।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই জ্ঞান – এই সূত্রের বিরূদ্ধে প্লেটোর আবার দুটি প্রধান যুক্তি হল (১) প্রত্যক্ষ ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব, (২) প্রত্যক্ষ স্বক্ষেত্রেও জ্ঞান নয়।

প্রত্যক্ষ ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব — প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয়ক যে জ্ঞান তাও সম্যক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন ব্যক্তি মরিচিকা দেখছে। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য মরীচিকার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে জানা যায় না। একমাত্র বিচারের বা মননের মাধ্যমে তা জানা সম্ভব। গণিতশাস্ত্রে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা প্রত্যক্ষজনিত নয়, ব্যক্ত চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানও সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষভিত্তিক নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষই একমাত্র জ্ঞান নয়।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ স্বক্ষেত্রেও জ্ঞান নয়। শুক্তিতে রজত ভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম কখনো কখনো কোন কোন ব্যক্তির হয়ে থাকে। আবার অনেক সময়ে মনে হয় দুটি রেল লাইন যে একই সঙ্গে মিশে গেছে বা দূর মাঠের বা সাগরের দিকে আকাশ যেন মিশে গেছে। কিন্তু তা সত্য নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে যথার্থ জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় প্রায়ই আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে থাকে।

এইভাবে প্লেটো দেখিয়েছেন যে, sense perception is not knowledge অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই জ্ঞান নয়। প্লেটোর মতে জ্ঞান কি? প্লেটো জ্ঞান সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর *Republic* সংলাপে। প্লেটোর মতে, যথার্থ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল:

(১) অভ্রান্তত্ব (infallible), (২) সৎবিষয়কত্ব (of the real), (৩) যথার্থ জ্ঞানের বিষয় প্লেটোর মতে অবিনশ্বর ও নিত্য। কোন বিশেষ (particular) বস্তু বা বিশেষ ব্যক্তি নিত্য নয়। সুতরাং প্লেটোর মতে তা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ও নয়। প্লেটোর মতে জাতি(universal) বা ধারণাই কেবল নিত্য। সুতরাং যথার্থ জ্ঞানের বিষয় কেবল প্লেটোর মতে সামান্য বা জাতিরই হতে পারে।

জ্ঞানের ব্যাপারে প্লেটো অবশ্য সক্রেটিসকে অনুসরণ করে বলেছেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষণ হল সংজ্ঞা বা Definition নির্ণয়। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর Definition সম্ভব নয়। সুতরাং প্লেটোর মতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান কেবলমাত্র জাতি বা সামান্যেরই হতে পারে। আর এই জাতি বা সামান্যকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই যথার্থ জ্ঞানের বিষয় কেবল জ্ঞাতি বা সামানেরই হয়।যা বুদ্ধিলব্ধ।তাই প্লেটো একজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাবাদী নন(rationalist)।